APR 1 4 2002

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চবিতে পরিবহনসহ ৪ দফতরে চলছে হরিলুট ॥ শীর্ষপদ থেকে দারোয়ান সবাই লুটপাটের ভাগীদার

চবি সংবাদদাতা ॥ চট্টগ্রাম ভার্সিটির কয়েকটি নির্বাহী দফতর ফের দুর্নীতি ও লুটপাটের আখড়ায় পরিণত হচ্ছে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, প্রকৌশল, নিরাপত্তা ও পরিবহন দফতরের অনিয়ম-দুর্নীতির তথ্য নিয়ে এখন প্রশাসনে চলছে তোলপাড়। এসব তদন্ত করতে কর্তৃপক্ষও হিমসিম খাচ্ছে। তাদের মতে, সংশ্লিষ্ট শীর্ষপদ থেকে পিয়ন, দারোয়ান পর্যন্ত লুটপাটের ভাগীদার। ফলে ৮ কোটি টাকা ঘাটতি বাজেটে জর্জরিত ভার্সিটিতে আবারও শোনা যাচ্ছে তলাবিহীন ঝুড়ির পদধ্বনি।

সূত্রমতে, লুটপাটের সর্ববৃহৎ খাত পরিবহন। কারণ, শিক্ষক-স্টাফদের বেতনাদির পর সবচেয়ে ব্যায়বহুল খাত এটি। ভাড়া করা ১১টি বাসসহ ভার্সিটিতে ছোট-বড় ৪৭টি গাড়ির যাবতীয় খরচাদি পরিবহন দফতরের মারফত নির্বাহ করা হয়। এই কোটি কোটি টাকা লেনদেনের পিছনে গড়ে উঠেছে শক্তিশালী দুর্নীতিচক্র। গাড়ির তেল ও মেরামত খাতে ভুয়া ভাউচার দিয়ে লাখ লাখ টাকা অবলীলায় পকেটে ভরছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। এরকম দুর্নীতির দায়ে গত বছর চাকরিচ্যুত হন গাজী গোলাম কিবরিয়া। এরপর ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হন উপহিসাব নিয়ামক আবদুল মোনায়েম। দেখতে-শুনতে ধার্মিক মোন্যায়েমকে দিয়েও দুর্নীতি বন্ধ হয়নি। সম্প্রতি একদল বিদ্রোহী স্টাফ তাঁর বিরুদ্ধে ভিসিকে দেয় ৮ পৃষ্ঠার স্মারকলিপি। এতে দুর্নীতির খতিয়ান তুলে ধরে বলা হয়, দায়িত্ব গ্রহণের ৯ মাসে তিনি অন্তত ৬৫ লাখ টাকা আত্মসাৎ করে হাটহাজারীতে জমি ক্রয় ও অট্টালিকা নির্মাণে ব্যয় করেন। স্টাফদের বাধার মুখে জনাব মোনায়েম এক মাস ধরে দফতরে যাচ্ছেন না। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ গঠন করে ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি। ভার্সিটির নির্মাণ, সংস্কার, বিদ্যুত ও পয়ঃপ্রণালীর দায়িত্বে প্রকৌশল বিভাগ। সাম্প্রতিক তথ্যমতে, ক্যাম্পসের কলোনিবাসী-দোকানদারদের বিদ্যুত বিল আদায় হচ্ছে না ২/৩ দশক ধরে। এ নিয়ে ইঞ্জিনিয়ার ও রেজিস্ট্রার দফতরে চলছে টাগ অব ওয়ার। সূত্র মতে, নগদ লেনদেনের ভিত্তিতে কলোনিবাসী ও দোকানকে অবৈধ সংযোগ দেয়া হয়েছে। এটা নিশ্চিত হয়ে চীফ ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক সেখানে পানির সংযোগ দেয়ার প্রস্তাব গত সিন্ডিকেট নাকচ করেছে। নির্মাণ কাজেও ঠিকাদারদের স্বার্থ রক্ষায় প্রকৌশল বিভাগের ব্যস্ততা সবার জানা। আবদুর রব হল নির্মাণে ব্যাপক দুর্নীতির ফলে নির্মাণাধীন ভবন ভেঙ্গে নতুন করে নির্মাণ করতে হয়েছিল। তাতে ভার্সিটির গেছে বিপুল গচ্চা। অথচ কারও শাস্তি হয়নি। গত প্রশাসনের আমলে ২৭ কোটি টাকায় ২টি একাডেমিক ভবন নির্মাণেও ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে বলে গুঞ্জন রয়েছে। জানা গেছে, অনেক ঠিকাদারকে টেন্ডার দানে বাধা দেয়া হয়। আর ইঞ্জিনিয়ার দফতরের যোগসাজশে কাজ ২টি চিহ্নিত ২টি নির্মাণ সংস্থাকে বরাদ্দ দেয়া হয়। সম্প্রতি ঘোষিত ১৩ কোটি টাকার টেন্ডারে ১টি একাডেমিক ভবন এবং ১টি ছাত্রী হল নির্মাণ কাজেও অনুরূপ ঘাপলার আশঙ্কা রয়েছে।

এদিকে অনিয়ম ও জালিয়াতির দায়ে নিরাপত্তা কর্মকর্তা কিবরিয়াসহ ২ জনকে সতর্ক করেছে গত সিন্ডিকেট। এ সংক্রান্ত তদন্তে বলা হয়, নিরাপত্তা রক্ষীরা অনুপস্থিত থেকেও স্বাক্ষর দিয়ে বেতন নিচ্ছে। এমনকি ফেব্রুয়ারি মাসেরও তারা ৩১ দিন হাজির দেখিয়েছে। ৫ জনের স্থলে ১০ জনের ওভারটাইম দেখিয়ে নিচ্ছে অতিরিক্ত ভাতা। ভার্সিটি থেকে বিপুল গাছ চুরি হলেও তাদের কোন খবর থাকে না।

অন্যদিকে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ড. শফিকুল্লাকে সরিয়ে মোফাখখাইরুল ইসলামকে ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক করায় চলছে ব্যাপক অসন্তোষ। বিভিন্ন সময় অভিযুক্ত হয়ে তাঁকে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দফতর থেকে সরানোর একাধিক উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েও আছে বড় প্রশ্ন। ফলে তাঁকে দায়িত্ব দেয়ার সিদ্ধান্ত শিক্ষক সমিতি প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা দফতরটি পুনরায় দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা করছে।